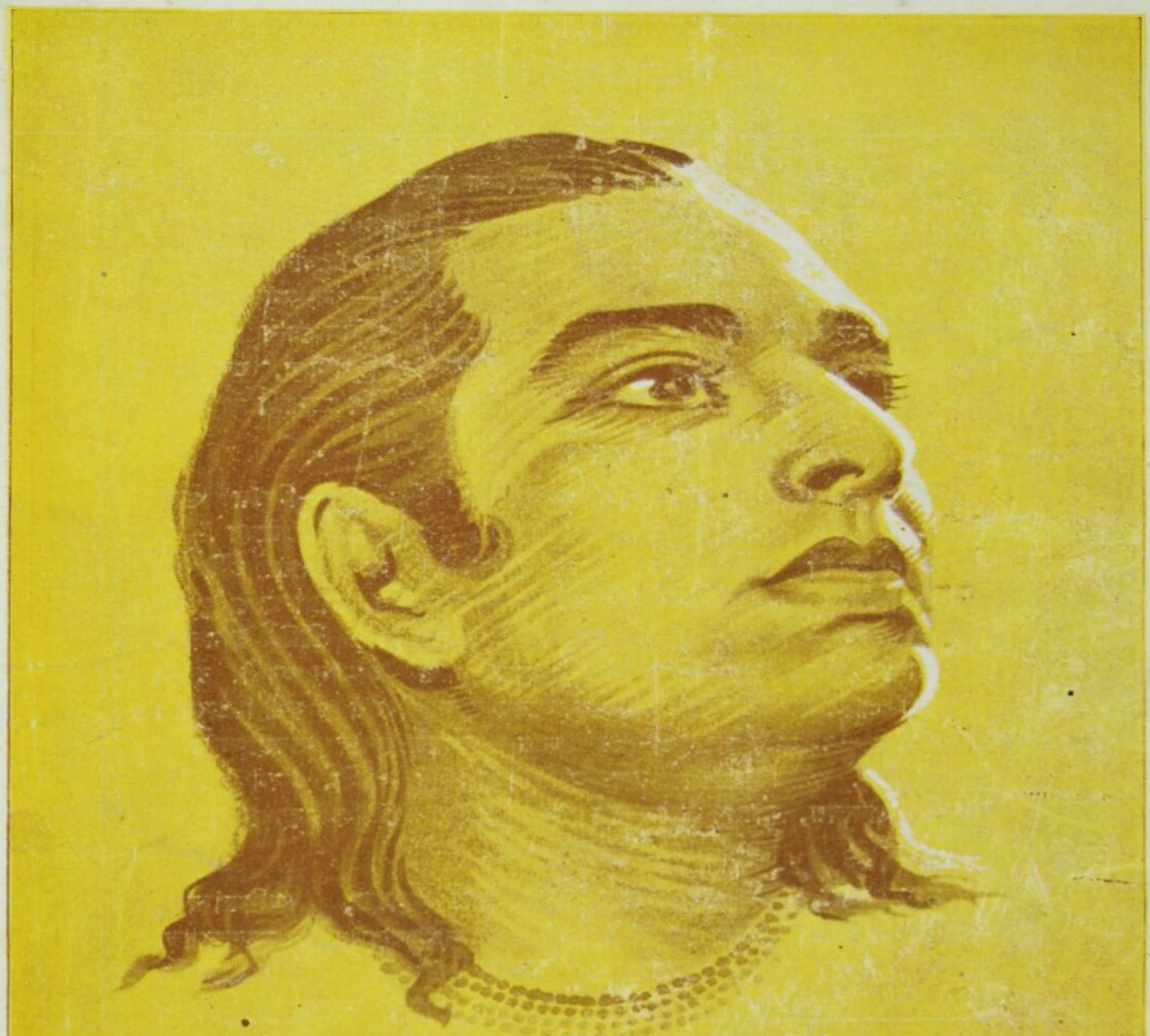

7-10-49

নিউ থিয়েটার্সের নিবেদন

বিষ্ণুপ্রিয়া

পরিচালনা : হেমচন্দ্র চন্দ্র

রচনা—শ্রীমতী কল্যাণী মুখোপাধ্যায়
চিত্রনাট্য ও সংলাপ—বিনয় চট্টোপাধ্যায়
সুরশিল্পী—রাইচাঁদ বড়াল
চিত্রশিল্পী—মনু ব্যানার্জ্জী
শব্দযন্ত্রী—শ্যামসুন্দর ঘোষ
শিল্প-নির্দ্দেশক—সৌরেণ সেন
সম্পাদক—হরিদাস মহলানবিশ
গীতিকার—বিমলচন্দ্র ঘোষ, অজিত দত্ত
রসায়ণাগারাধ্যক্ষ—পঞ্চানন নন্দন
মঞ্চ নির্ম্মাতা—পুলিন ঘোষ
ব্যবস্থাপক—ছবি ঘোষাল, জলু বড়াল
কর্ম্মসচিব—জগদীশ চক্রবর্ত্তী

—সহকারী—

পরিচালনায়—শ্রীমন্ত ঘোষ, এস্ এম্ আইয়ুব। চিত্রশিল্পে—নির্ম্মল গুপ্ত, নরেন মজুমদার। শব্দ-যন্ত্রে—প্রদ্যোৎ সরকার। সুর-শিল্পে—জয়দেব শীল, হরিপদ চ্যাটার্জ্জী, ব্রজেন সেন, বিনয় গোস্বামী। সম্পাদনায়—হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়। রসায়ণাগারে—বলাই ভদ্র, অবনী মজুমদার, তারাপদ চৌধুরী। শিল্পী-সংগ্রাহক—বীরেন দাস, ধীরেন দাস। স্থির-চিত্রশিল্পে—প্রীতি হালদার, ভোলানাথ কয়াল। শিল্প-নির্দ্দেশনায়—রামচন্দ্র শেণ্ডে, হাসান আলী, রবীন চ্যাটার্জ্জী, প্রহ্লাদ পাল, অরুণ দাসগুপ্ত, নরেন বন্দোপাধ্যায় ও ফণী চিত্রকর। সাজ-সজ্জায়—যতীন কুণ্ডু। নৃত্য-পরিকল্পনায়—অনাদি প্রসাদ। ব্যবস্থাপনায়—মনোজ মিত্র, গৌর দাস। রূপ-সজ্জায়—সাম্‌সের্ আলী, মদন পাঠক, গোপাল হালদার, নারাণ মজুমদার। মঞ্চ নির্ম্মাণে—মোহিনী মুখোপাধ্যায়।

—রূপায়ণে—

চন্দ্রাবতী, মীরা মিশ্র, প্রদীপ কুমার, অসিতা বসু, পাহাড়ী সান্ন্যাল, বিনয় গোস্বামী, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, শরদিন্দু ঘোষ, তারাকুমার ভাদুড়ী, তারা ভট্টাচার্য্য, তুলসী চক্রবর্ত্তী, জ্যোতির্ম্ময় কুমার, হরিমোহন বসু, আদিত্য ঘোষ, নরেশ বসু, অবনী বন্দোপাধ্যায়, খগেন পাঠক, কেষ্ট দাস, বিনয় মুখোপাধ্যায়, মণি চক্রবর্ত্তী, কালীপদ বন্দোপাধ্যায়, জীতেন চক্রবর্ত্তী, ললিত চট্টোপাধ্যায়, কালোশশী বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার সান্ন্যাল (এঃ), নিলমণি ভট্টাচার্য্য, ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়, ধীরেন চট্টোপাধ্যায়, বিভূতি দাস, গোপাল ভট্টাচার্য্য, বঙ্কিম দত্ত, গণেশ শর্ম্মা, ভোলানাথ কয়াল, রাজলক্ষ্মী, বেলারাণী, কল্যাণী, প্রতিভা, বেলা বসু।

আর, সি, এ, শব্দযন্ত্রে গৃহীত
একমাত্র পরিবেশক : **অরোরা ফিল্ম্ কর্পোরেশন লিঃ**

মূল্য দুই আনা

কাহিনী

পৃথিবীর ইতিহাস বলে, সংসারে যখন অন্যায় আর উৎপীড়ন, লোভ আর মাৎসর্য্য সীমা ছাড়িয়ে যায়, স্বর্গ থেকে তখনই নেমে আসেন কোন দেবদূত। নিজের আত্মত্যাগ ও মহত্ত্ব দিয়ে পরিশোধ করেন সমস্ত পাপ আর গ্লানি, মুছে নেন সকল কলুষ।

এমনি এক গ্লানিময় ও লজ্জাকর ইতিহাস ছিল বাংলার পঞ্চদশ শতাব্দীতে।

সমস্ত দেশে হাহাকার পড়ে গেল ; দুর্ব্বল ও অসহায়দের আকুল প্রার্থনায় বুঝি ঈশ্বরের আসন টলে' উঠল। তাই ১৪০৭ শকে (১৪৮৬ খৃঃ, ১৮ই ফেব্রুয়ারী) সপ্তরাহু মুক্ত পূর্ণচন্দ্র উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে উদিত হলেন নবদ্বীপচন্দ্র শ্রীগৌরাঙ্গদেব। মায়াপুরে নিমগাছের তলায় তাঁর জন্ম, তাই নাম হোলো তাঁর নিমাই। বালক নিমাইএর দুরন্তপনায় সমস্ত নবদ্বীপ অস্থির হয়ে উঠলো, পণ্ডিতের ঘরের ছেলের একি আচরণ! কিন্তু সকলের সব আশঙ্কা মিথ্যা করে যুবক নিমাই একদিন পণ্ডিত-শ্রেষ্ঠ বলে' গণ্য হোলেন, আর গণ্য হোলেন শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক বলে'। পুত্রস্নেহে গর্ব্বিতা শচীদেবীর কিন্তু এতেও সুখ নেই—কারণ ছেলে যে সংসারী হোলোনা। রাজ পণ্ডিত সনাতন মিশ্রের মেয়ে 'বিষ্ণুপ্রিয়া' ; তারই সঙ্গে গোপনে বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করে', বিবাহের সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ করে' বড় আশা নিয়ে মা শুভদিনের প্রতীক্ষা করে' আছেন। কিন্তু দারপরিগ্রহে নিমাই অনিচ্ছুক। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত মার মনে দুঃখ দিতে না পেরে বিবাহে তিনি সম্মতি দিলেন। সমারোহ করে' বিবাহ হোলো। পণ্ডিতের যোগ্য সহ-ধর্ম্মিণী-'বিষ্ণুপ্রিয়া' স্বামীর ভাবে অনুপ্রেরিতা, স্বামীর মন্ত্রে দীক্ষিতা।

তাই গয়া থেকে ফিরে এসে নিমাই সর্ব্বপ্রথম বিষ্ণুপ্রিয়াকেই জানালেন তাঁর মনের কথা। বললেন 'জগতের হিতের জন্য, লোক-শিক্ষার জন্য যদি আমাকে তোমায় ত্যাগ করতে হয় ?' স্মিতমুখে বিষ্ণুপ্রিয়া বল্লেন

'করবে।' আর তাই সত্যিই যেদিন নিমাই গৃহত্যাগ করে' সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন, সেদিন সমস্ত নবদ্বীপ ও শচীদেবীর হাহাকারে পৃথিবী পূরিত হয়ে গেল, সবাই বল্লেন 'ওরে ফিরে আয়'। শুধু বিষ্ণুপ্রিয়া সখী কাঞ্চনাকে বল্লেন 'সখী'! তাঁর নাম-গান কর; আর তারপর থেকে শুধু গৌরাঙ্গের নাম-গান ও তাঁর প্রিয় কাজ করেই বিষ্ণুপ্রিয়া দিন কাটাতে লাগলেন। এদিকে নিমাই পরিব্রাজক রূপে দেশে দেশে পরিভ্রমণ করতে লাগলেন। প্রচার কর্ত্তে লাগলেন তাঁর প্রেমধর্ম্মের। তাঁর প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মে জাতিভেদ নেই, ধর্ম্ম-ভেদ নেই, সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিক গণ্ডি নেই। আচণ্ডাল সকলকেই প্রেম বিলোতে হবে, কৃষ্ণনাম ভজন কর্ত্তে হবে—এই তাঁর মন্ত্র।

দীর্ঘ পাঁচটি বৎসর কেটে গেল এমনি ভাবে; অবশেষে সন্ন্যাসের পাঁচ বৎসর অন্তে চৈতন্যদেব দর্শন কর্ত্তে এলেন তার জন্মভূমি, তাঁর জন্ম স্থান।

মা'র সঙ্গে দেখা হোলো, সকলের সঙ্গে দেখা করলেন তিনি, সন্ন্যাসীর সকল

কর্ত্তব্য সমাপন করে উঠে দাঁড়ালেন—এইবার যেতে হবে। এমন সময়ে অবগুণ্ঠনবতী বিষ্ণুপ্রিয়া এসে দাঁড়ালেন। 'সন্ন্যাসী! আমাকে দেবার কি তোমার কিছুই নেই!'

'কল্যাণী! কৃষ্ণভজনা কর।' 'কিন্তু আমি যে তুমি বিনা কিছুই জানিনা।' বিষ্ণুপ্রিয়া কেঁদে আকুল হো'লেন। চোখ মুছে মাথা তুলে দেখেন প্রভু কখন চলে গেছেন, পড়ে আছে তাঁর দুটি পাদুকা। এইখানেই কি নিমাইয়ের জীবনের সব কর্ত্তব্যের শেষ হো'ল?

গান

(১)

কাঞ্চনার গান :

কি মোহিনী জান বন্ধু কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন॥
রাতি কৈনু দিবস দিবস কৈনু রাতি।
বুঝিতে নারিনু বন্ধু তোমার পিরিতি॥

(আমি) বুঝতে নারলাম
তোমার প্রেম যে বুঝতে নারলাম
ওগো নিঠুর ওগো কালা তোমার প্রেম যে বুঝতে নারলাম।

—দ্বিজ চণ্ডীদাস

(২)

কাঞ্চনার গান :

পিয়া যব আওয়ব এ মঝু গেহে।
মঙ্গল যতহুঁ করব নিজ দেহে ॥
বেদী করব হাম আপন অঙ্গমে।
ঝাড়ু করব তাহে চিকুর বিছানে ॥
দিশিদিশি আওয়ব কামিনী ঠাট।
চৌদিকে পশারব চাঁদক হাট ॥

—বিদ্যাপতি

(৩)

শ্রীবাস — আজি পুলকিত ধরণী আনন্দে
নওল কিশোর তনু অনুরাগে কম্পিত
কিশোরী বধুর প্রেম ছন্দে ॥
কাঞ্চনা — জাগে ধরণী মদীর ফুলগন্ধে —
শ্যাম চকোর আজি প্রেম-রসে মাতোয়ারা
সারা নিশি পিয়া মুখচন্দে।
কাঞ্চনা ও কোরাস—
চন্দন গন্ধিত পুলকে রোমাঞ্চিত
নব বৃন্দাবন জাগে
কাঞ্চনা ও কোরাস —
গঙ্গা সলিলে প্রেম যমুনা তরঙ্গিত
প্রাণে প্রাণে একি দোলা লাগে।

(কবি) শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ

(৪)

কাঞ্চনার গান :

এই ভয় উঠে মনে এই ভয় উঠে।
না জানি কানুর প্রেম তিলে যেন টুটে ॥

—চণ্ডীদাস

(৫)

কাঞ্চনার গান :

রাই জাগ রাই জাগ শারি শুক বলে।
কত নিদ্রা যাও কাল মানিকের কোলে ॥

—বিদ্যাপতি

(৬)

কাঞ্চনার গান :

শ্যাম অভিসারে চলু বিনোদিনী রাধা।
নীল বসনে মুখ ঝাঁপিয়াছে আধা ॥
(চলিল ধনি, শ্যাম অভিসারে —
কৃষ্ণ-মন-মোহিনী)
সুকুঞ্চিত কেশে রাই বাঁধিয়া কবরী।
কুন্তলে বকুল মালা গুঞ্জরে ভ্রমরী ॥
(ভ্রমরী আসি গুঞ্জরিল, এই মুখ পদ্মের
চারিধারে মধু পিবে বলে ভ্রমরী গুঞ্জরিল)
ভালে সে সিন্দুর বিন্দু চন্দনের রেখা।
জলদে ঝাঁপল চাঁদ আধ দিছে দেখা ॥
(ভূতলে নেমেছে, গগনের চাঁদ যেন,
মরি মরি কি শোভা এই মুখ চন্দ্রমায়)
কত কোটি চাঁদ জিনি বদনের শোভা।
প্রেম বিলাসিনী রাই কানু মনোলোভা ॥

—জ্ঞানদাস

(৭)

কাঞ্চনা ও নিমাই বিষ্ণুপ্রিয়ার গান :

পিয়া রূপ অনুভবে দশদিশ উজলিল
হৃদয় ভরল অনুরাগে।
তুয়া মুখ দরশনে যৌবন বিকশল
শুভখন আওল ভাগে ॥
সফল করিলা তুঁহ জীবন আশা
তুয়া মাঝে জীবন হারা।
মঝুক এ যৌবন প্রেম রস পিপাসিত
তুঁহ তাহে সুধাকর ধারা ॥
তুয়া সাথে মিলাইতে বাসনা পুরিল সখি
আবেশে চিত বিভোর।
তুঁহ সুধা নিঝর অনুপম চন্দ্রমা
তৃষিত পরাণ চকোর ॥

শ্রীঅজিত দত্ত

(৮)

বিষ্ণুপ্রিয়ার গান :

কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।
চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর॥

—বিদ্যাপতি

(৯)

নিমাইয়ের গান—

ত্বমসি মম ভূষণম্ ত্বমসি মম জীবনম্
ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নম্ (প্রিয়ে)
(তোমা ছাড়া গতি নাই হে,
তুমি আমার অঙ্গের ভূষণ।)

—জয়দেব

(১০)

নিমাইয়ের গান—

মাধব বহুত মিনতি করি তোয়।
দেই তুলসী তিল এ দেহ সমর্পিলু
দয়া নাহি ছোড়বি মোয়॥
গণইতে দোষ গুণ লেশ না পাওয়বি
যব তুঁহু করবি বিচার।
তুহুঁ জগন্নাথ জগতে কহায়সি
জগ বাহির নহ মুঞি ছার॥

—বিদ্যাপতি

(১১)

শ্রীবাসের গান—

তোমা দরশন বিনে অধম্ম হই রাত্রদিনে
এই কাল না যায় কাটন্।
তুমি অনাথের বন্ধু অপার করুণাসিন্ধু
কৃপা করি দেহ দরশন॥
(তোমা বিনে প্রাণ রাখিতে নারি—
কৃপা করি একবার দেহ দরশন—)

(১২)

নাম সংকীর্ত্তন—

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু প্রভু নিত্যানন্দ।
হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রীরাধে গোবিন্দ॥

(১৩)

শ্রীবাস, নিত্যানন্দ ইত্যাদি—

হরি হরয়ে নম কৃষ্ণ যাদবায় নম
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নম।

(১৪)

নিমাই ও শিষ্যগণ—

রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাম্।
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহিমাম্।

(১৫)

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।

(১৬)

শ্রীরাস, নিমাই ইত্যাদি—

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে॥
নাথ তুমি, কান্ত তুমি, তুমি দীনবন্ধু হে।
তুমি ধাতা, তুমি ত্রাতা তুমি কৃপাসিন্ধু হে॥
ত্বং পিতা, ত্বংহি মাতা, ত্বংহি বিশ্ববন্ধু হে।
ভক্তি, মুক্তি, শান্তি, সিদ্ধি, ঋদ্ধি দাতা হে॥

(কবি) শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ

(১৭)

নিত্যানন্দ ও ভক্তবৃন্দের গান—

বিলাতে হবে—
মধুমাখা কৃষ্ণনাম বিলাতে হবে—
জনে জনে এই নাম বিলাতে হবে—
(তোরা) ছুটে আয় ছুটে আয়—
কে কে নিবি এই নাম ছুটে আয় ছুটে আয়।

সম্পাদক—শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (নিউ থিয়েটার্স)

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ৮৩ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত ও

শ্রীকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ২৭ বি, গ্রে ষ্ট্রীট হইতে শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শীল কর্ত্তৃক মুদ্রিত।